যায়যায়দিন

তারিখ 10 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

কমলাপুর শেরে বাংলা স্কুলের তদন্ত রিপোর্ট

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত

সাথীয়া খান

শিক্ষা নয়, বাণিজ্যিক পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে কমলাপুর শেরে বাংলা স্কুলের। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক রকমের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এখানে ঘটেছে বিভিন্ন খাতে টাকা আত্মসাতের ঘটনা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তে এসব প্রমাণ পাওয়া গেছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ আবদুল আলীমের বিরুদ্ধে আনা বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মার্চ মাসে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর এ তদন্ত করে। তদন্তে দেখা যায়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া দোকান-ঘর ও গ্যারেজ নির্মাণ করে ভাড়ায় খাটাচ্ছে। কিন্তু যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের রেলপথ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সকৃত ভূমি শুধু বিদ্যালয়ের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন অন্য কোনো কাজে নয়। কিন্তু সেখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দোকান-ঘর নির্মাণ ও ভাড়া দেয়া হয়েছে।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়, ভর্তি ফরমের কোনো টাকা আজ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ফান্ডে জমা হয়নি এবং ছাত্রদেরও কোনো রশিদ দেয়া হয় না। সমুদয় টাকা প্রধান শিক্ষক আত্মসাৎ করেন। অভিযোগকারীর এ অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পেয়েছে তদন্ত দল।

তদন্তে দেখা যায়, ভর্তি ফরম বিতরণ বাবদ প্রতি বছর অর্থ নেয়া হলেও এ সংক্রান্ত কোনো রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয় না। ২০০৩ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ক্যাশ বইয়ে ভর্তি ফরম বাবদ কিছু অর্থ জমা দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে কতো টাকা আদায় করা হয়েছে তার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ২০০৮ সালের ভর্তি ফরম বিতরণ রেজিস্টার অনুযায়ী, ২ হাজার ৪৭৫ টাকা আদায় করা হলেও তা ক্যাশ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত দল মন্তব্য করেছেন, ভর্তি ফরম বাবদ বিনা রশিদে অর্থ আদায় করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আংশিক সত্য, তবে টাকার পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

তদন্ত দল কমলাপুর শেরে বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনা টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে। ২০০৭ সালে কোচিং ফি বাবদ ৩৫ হাজার ৪০০ টাকা আদায় করা হলেও তিনি কোচিং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মাঝে তা বণ্টন করেননি। এছাড়া গরুর হাটের ৪০ হাজার টাকা এবং ঈদ মেলা বাবদ আদায় হওয়া ২১ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত দল।

প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে লাখ লাখ টাকা নিজের হাতে গচ্ছিত রেখেছেন। তদন্তে দেখা যায়, তদন্ত চলার সময়ও সাড়ে তিন লাখ টাকার বেশি তার কাছে গচ্ছিত ছিল। তদন্ত দল ব্যাংকে টাকা জমা না দিয়ে হাতে রেখে খরচ করাকে সাময়িক আত্মসাতের শামিল বলে মন্তব্য করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে স্কুলের এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজ থেকে তিনি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন স্কুলের একাধিক শিক্ষক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানের দোকান ভাড়া থেকে প্রাপ্ত অগ্রিমের টাকা দিয়ে দোকান-ঘর নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ এবং কিন্ডারগার্টেন ভবন নির্মাণ করা হলেও সরকারি আর্থিক বিধি অনুযায়ী টেন্ডার বা স্পট কোটেশন না করে প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা হয়। তিনি প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে নির্মাণসামগ্রী সরাসরি দোকান থেকে ক্রয় করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক বলেন, এসব বিষয় থেকে প্রমাণিত হয়, প্রধান শিক্ষক টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, টেন্ডার না করে নির্মাণ কাজ সম্পাদন করায় ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট বাবদ ১ লাখ ২২ হাজার ৩০৯ টাকা এবং আয়কর বাবদ ৩ শতাংশ হারে ৮১ হাজার ৫৩৯ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীরা প্রধান শিক্ষকের বহিষ্কার দাবি জানিয়েছেন। আজ এ দাবিতে তারা দুর্নীতি দমন কমিশনে স্মারকলিপি দেবেন। এর আগে তারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে স্মারকলিপি দিয়েছেন।